দৈনিক সংবাদ

তারিখ 17 FEB 1997
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

৭০

এক স্কুলে ৭ বছরের বেশি সময় আছেন এমন শিক্ষকদের তালিকা তৈরি

ল্যাবরেটরি স্কুলের ১২ জন শিক্ষক 'স্ট্যান্ডরিলিজ'

রাশেদ আহমেদ ।। ঢাকা মহানগরীর সরকারি স্কুলগুলোতে যেসব শিক্ষকের একই প্রতিষ্ঠানে চাকরি ৭ বছর বা তার বেশি হয়েছে তাদের বদলি করা হবে খুব শিগগিরই। এসব শিক্ষকের তালিকা তৈরি হচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে সরকারি ল্যাবরেটরি স্কুলের ১২ জন শিক্ষককে স্ট্যান্ডরিলিজ করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট এক সূত্র জানিয়েছে, সরকারি স্কুলে ভর্তির দুর্নীতি রোধ, প্রাইভেট টিউশনি প্রবণতা কমানো ও সব স্কুলে মানের সমতা আনার জন্য এ ধরনের পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। এই পদক্ষেপ বাস্তবায়নের জন্যে শিক্ষা ভবন থেকে প্রতি স্কুলে ৭ বছর বা তার বেশি কর্মরত শিক্ষকদের একটি তালিকা তৈরি করতে বলা হয়েছে। এই তালিকা তৈরি হলেই বদলি কার্যকর করা হবে। এই প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইতিমধ্যে গত ১২ই ফেব্রুয়ারি সরকারি ল্যাবরেটরি স্কুলের ১২ জন শিক্ষককে এক সাথে ঢাকার বাইরে বদলি করা হয়েছে। এর আগে গত ৮ই জানুয়ারি এই স্কুলের প্রধান শিক্ষকসহ ৪ জনকে বদলি করা হয়। ল্যাবরেটরি স্কুল থেকে ১৬ জন শিক্ষককে অন্যত্র বদলি করা হবে এই খবর পেয়ে গত জানুয়ারি মাসে সেখানে শিক্ষকদের আন্দোলন শুরু হয়; কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয় বদলির সিদ্ধান্তে অনড় থেকে ১২ জন শিক্ষককে তাৎক্ষণিকভাবে বদলি করে ঢাকার বাইরে পাঠিয়ে দেয়। ১৬ই ফেব্রুয়ারির মধ্যে তাদের নির্দেশিত প্রতিষ্ঠানে যোগদান করতে বলা হয়। এদের মধ্যে ৪ জনকে ময়মনসিংহ জেলা স্কুলে, ৩ জনকে কুমিল্লা, ৪ জনকে চট্টগ্রাম ও ১ জনকে ফরিদপুর বদলি করা হয়েছে। বদলিকৃত শিক্ষকরা হচ্ছেন আবুল হাসনাত ফারুক, কাজি মোজাম্মেল হক, মোঃ ইসহাক, আবুল খায়ের, খলিল উল্লাহ, দেলোয়ার হোসেন, সবদর আলী আফ্রাদ, আবদুল হাই, আবদুল আউয়াল, আবদুর রাজ্জাক, রঞ্জন কুমার রায় ও রমিজ উদ্দিন মোল্লা। গত ৮ই জানুয়ারি বদলি করা হয়েছে প্রধান শিক্ষক হাবিবুল্লাহ খানসহ নজরুল ইসলাম, জহিরুল ইসলাম খান ও আনোয়ারুল করিমকে। এসব শিক্ষকদের বদলির চিঠিতে কারণ দেখানো হয়েছে একই স্থানে দীর্ঘদিন চাকরি করা। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের এক উচ্চ সূত্র জানায়, ঢাকার বিভিন্ন সরকারি স্কুলে একই স্থানে চাকরি করছেন এমন শিক্ষকের সংখ্যা অনেক। সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রভাব খাটিয়ে এরা একই স্থানে রয়েছেন দীর্ঘদিন। তারা ঐসব প্রতিষ্ঠানে থেকে প্রাইভেট টিউশনির একটি বিরাট ক্ষেত্র তৈরি করে ফেলেছেন। এতে করে ছাত্রছাত্রীদের ক্লাসে লেখাপড়া বিঘ্নিত হচ্ছে চরমভাবে। এছাড়া ছাত্রছাত্রী ভর্তির ক্ষেত্রেও তারা দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে থাকেন।

সূত্র আরো জানায়, যদিও সরকারি চাকরি বিধিতে ৩ বছর পরপর একজনকে বদলি করার নিয়ম রয়েছে; কিন্তু বিভিন্ন ঝামেলা এড়ানোর জন্যে সরকারি স্কুলে ৭ বছর একই প্রতিষ্ঠানে চাকরিরত শিক্ষকদের তালিকা প্রস্তুত করতে বলা হয়েছে। এদের পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন স্থানে বদলি করা হবে।